দেরিব ও জব
একড়ি
আর বিশাল ঈগল
মুগ্ধবাংলা
আরিজিনাল রিলিজ
বাংলা : শরদিন্দু প্রামানিক

দেরিব ও জব

একড়ি

আর বিশাল ঈগল

বাংলা অনুবাদ : শরদিন্দু প্রামানিক

মুগ্ধবাংলা রিলিজ

একড়ি
আর বিশাল ঈগল

দেরিব ও জব

প্রেইরীর সিওক্স গ্রামে রাত নেমেছে। সব কিছু শান্ত! আজ শিকার ভালো হয়েছে...

আমাদের
সাক্ষাতের ব্যাপারে তুমি
একদম একনিষ্ঠ, তাই না
একড়ি?

বটেই তো! আগের বার তুমি বলেছিলে আমাকে অবাক
করা কিছু দেবে,অ্যাঁ?

তোমার চোখ
বন্ধ কর!

এই দেখ!
!

উপরে চড়ে
বস...
...আর ওড়!
তোমাকে ধন্যবাদ,
বিশাল ঈগল!

তোমার কি সৌভাগ্য বিশাল ঈগল, তুমি ইচ্ছামত উড়ে বেড়াও!
জানি, একড়ি...

এই শেষবারের মত আমি তোমার স্বপ্নে এলাম...
আর তোমাকে দেখতে পাবো না?

আগামী দিনগুলিতে তুমি আমাকে আমার মত করে যতটা পারো, খুঁজো, তাহলেই তুমি আমাকে খুঁজে পাবে!

আমি বিশাল ঈগলের মত হবই!

হয়তো আমি যদি চোখ বন্ধ করি...

তুমি কি আগেই হাজির, বিশাল ঈগল?

না! আমি তোমার মা! আমি অপেক্ষা করছি, কখন তুমি নদী থেকে জল এনে দেবে!

!

বিশাল ঈগল খুব বড়ো শিকারী...

প্যাঁক প্যাঁক!
ঝপাস

একড়ি এখনো বিশাল ঈগলের মত হয়ে ওঠেনি!

!

সামান্য গতি হলেই...

...আমি উড়ব...
?

ও আ হ হ হ

ঝপপাস
প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক!

অন্য কেউ হলে এতেই ক্ষান্ত হত!

বিশাল ঈগলের মত হওয়া মুখের কথা নয়!

চোখ-ছল-ছল, বলতে পার, বিশাল ঈগলের মত হতে গেলে আমাকে কি করতে হবে?
হুমমম!

চোখ-ছল-ছল যখন ঘুমায়, তখন, চোখ-ছল-ছল ঘুমায়!

একড়ি!

রংধনু!
একড়ি দেখো!

ওহ! একটা ছোট্ট চিতার বাচ্চা!

ম্যাও!
ওহ!

!

ওটাকে ধরো, একড়ি!

ঢিমে-চল,
ওটাকে থামাও!
অ্যাঁ?
কি?
ওটা কোথায়
গেল?
ROOAR
গররর
!!

গররর

ররররর

সাহায্য করো
!

ছাড়ো!

খটাস্

ম্যাও!
ম্যাও! ম্যাও! ম্যাও!

ম্যাও!

আরেকটু হলেই গেছিলাম আর কি!

পরদিন সকালে...

বাবা, বিশাল ঈগলের মত হতে গেলে আমাকে কি করতে হবে?

খোকা, এটা প্রশ্ন করার সময় নয়! আমার লোকেরা বুনো ঘোড়া ধরতে যাচ্ছে!

তুমি কোথায় চললে মোষচুলো?
এসো, একড়ি! আমি জানি চনমনে টাট্টু ঘোড়ারা কোথায় থাকে...

ওই দ্যাখো!

ওই ওরা আসছে!

হেইহেইহেই
হেটহেট
হেটহেট
হেটহেট

হেঁইয়ো
হেঁইয়ো
হেঁইয়ো
হেঁইয়ো
হেঁইয়ো

ঘোড়াগুলো ধরা পড়ল বলে!

একটা টাট্টু ঘোড়া পালাচ্ছে!
দুরন্ত তীর ওকে ধরে ফেলবে!

ওটা ছোট্টবাজ !

এইবার দুরন্ত তীরের হাত থেকে তোর নিস্তার নেই!

?

!!!

ঘোড়াগুলো ধরা হয়ে গেছে!
চলো, দেখি গিয়ে!

আর ছোট্টবাজ?
আবারও, ওই বেশি শক্তিশালী!

ওরা ঘোড়াগুলোকে পোষ
মানিয়ে ফেলেছে !

এই ঘোড়াটা ওর
মালিককে পেয়েছে!

এবার আমার
পালা!
!

পরেরবার, মোষচুলো, ঘোড়াদের সঙ্গে এরকম অভব্য আচরণ করবে না! বুনো ঘোড়ারা খুবই স্পর্শকাতর!

একড়ি, তুমি সকালবেলায় ঈগলের কথা বলছিলে না? ওরা প্রায়ই এইদিকে ভেসে ভেসে উড়ে বেড়ায়...

হয়ত, কপালে থাকলে, ওই পাথরগুলির উপর থেকে তুমি একটার দেখা পেতে পার!
ধন্যবাদ, বাবা!

ওখান থেকে বেশি দূরে নয়, ছোট্টবাজ পালটাকে দেখছিল...

এখানে, আমি নিশ্চয়ই সঠিক উচ্চতায় এসেছি!
অবশ্যই বিশাল ঈগল উচ্চতাকে ভয় পায় না!
চিঁহিহিহি
চিঁহিহিহি
কিন্তু... এতো একটা ঘোড়ার আওয়াজ!
...এটা ওই বিশাল পাথরের পিছন থেকে আসছে...
চিঁহিহিহি
চিঁহিহিহি
চিঁহিহিহি

বেচারা ছোট্ট
ঘোড়াটা!

আমি তোমাকে বাঁচাব!

এখন তুমি মুক্ত!

!

দেখে মনে হচ্ছে, ও
ধন্যবাদ দিতে চাইছে!

এইযে, একড়ি!

বিশাল ঈগল
আর আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?

এ সত্যি-সত্যিই আমি!
তাহলে, আমি তোমার মত হতে পেরেছি, কি বলো?

হ্যাঁ, একড়ি! তুমি যা করলে, তাতে আমি খুশি হয়েছি! তুমি চিতাকে ভয় পাওনি আর ঘোড়ার ডাক শুনলে এবং উদার হয়ে তাকে উদ্ধার করলে...

তুমি সেখানে ছিলে, বিশাল ঈগল?
আমি তোমাকে ছেড়ে যাইনে কখনও! কারন আমি তোমার টোটেম, তোমার রক্ষক!

তাই নাকি, সত্যি?

তোমার চোখ বন্ধ কর! একড়ি! আমি তোমাকে আমাদের আত্মিক যোগাযোগের প্রমাণ দেব! এটা আমাদের একত্র করে রাখে!

এই দেখো, আমার সবথেকে সুন্দর পালক! এটা যত্ন করে রেখে দাও!
আহা! আমি স্বপ্নে যেরকম পালক দেখেছিলাম...

আরও অনেক রোমাঞ্চ আসছে তোমার জীবনে! সর্বদা আমার মত হওয়ার চেষ্টা করো, একড়ি...

বিদায়, বিশাল ঈগল!

অবশেষে, আমি বিশাল ঈগলের মত হতে পেরেছি!

এটা আমাকে দারুন মানিয়েছে!

বলতে গেলে, খুবই ভাল মানিয়েছে!
একটা পালক লাগানোর চেয়ে আগেই বেশি ভালো লাগত!

!?

এই দ্যাখো!

?

একড়ি! এই ঈগলের পালকটা তুমি কোথা থেকে পেলে?

বিশাল ঈগল নিজে আমাকে এটা দিয়েছে!

কে?
আমার বন্ধু, বিশাল ঈগল! আগে স্বপ্নে আমার সঙ্গে দেখা করত, এখন সত্যি সত্যি আসছে...

তোমার ছেলের কল্পনা তো পাগলা ঘোড়ার থেকেও জোরে দৌড়ায়!

যারা ঈগলের পালক পরে, তারা সমস্ত গোষ্ঠীর সামনে কোনো কৃতিত্বের কাজ করে দেখায়! যেহেতু তুমি এমন কিছুই করোনি...

কিন্তু বিশাল ঈগল আমাকে বলেছে, এটা আমার কারন আমি একদম ওর মত...
ওটা আমাকে দাও!

একড়ি! তোমার ঘুমোতে যাওয়া উচিত! এব্যাপারে কাল সকালে কথা হবে...

সেই রাতে...

পরদিন সকালে...
একড়ি কি এখন বলতে পারবে, সে এই পালক কোথায় পেয়েছিল?

কিন্তু বাবা! এ তো সেই বিশাল ঈগল আমাকে দিয়েছিল!

স্কোয়াও! গা-ঘামানোর গুহার পাথর গরম করো! একড়ির নির্ঘাৎ জ্বর হয়েছে!
যে ঘামে, তার বিচিত্র ভাবনা চলে যায়!
!

পরে...
ভেতরে যাও! আমি গরম পাথরে জল ঢালছি!

PSHHH

এদিকে এসো!

এখনো বলবে, এই পালকটা তোমাকে ঈগল দিয়েছে?
একদম!

গরম থেকে ঠান্ডায় গেলে, স্মৃতি তাজা হয়ে যায়!
গোটা পরিবারটাই আমার পিছনে লেগেছে!!
ঝপ্পাস

এখনও সেই বিশাল ঈগল!

দিনের পর দিন কেটে যায়! একড়ি এখনও তার গোপন ব্যাপার নিয়ে একা...
বিশাল ঈগলের মত হওয়াটা ঠিক কতটা ভাল?
আমি খুব গর্বিত ছিলাম!
কখন কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে?
?
ওদের হয়েছেটা কি?
!
আগুন!

এমনকি ওইদিকেও আগুন লেগেছে...

মড়মড়মড়াৎ
!

আগুন চারিদিকেই!

আমার পিছন পিছন এসো, একড়ি!
বিশাল ঈগল!

আমার ভয় করছে, বিশাল ঈগল!
বিশ্বাস রাখো! তোমার টোটেমের পিছনে এসো! এটা তোমার নতুন কিছুর শুরু, একড়ি!

রাত নামছে! আমরা এখানেই থামব!

বিশাল ঈগল, তুমি কি বলতে পারবে, আমার গোষ্ঠীর লোকেরা কেন আমাকে বিশ্বাস করছে না?

জানো তো একড়ি, তোমাকে এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে! দেখবে, একদিন ওরাই তোমাকে তোমার ওই পালক ফিরিয়ে দেবে!

কিভাবে? ওরা? কেন?
ধৈর্য্য ধর, একড়ি!... আর এখন ঘুমাও!

ওই সময়...
তোমার ছেলের কোনো চিহ্নই নেই...

চলো, বস্তিতে ফেরা যাক! হয়ত, ওকে ওখানেই পাবো...

পরদিন সকালে...

!

মমম
চকাস

চকাস্
মমম
মমম
চকাস্

বাপরে! ও দেখতে পায়নি! কিভাবে ঘুম ভাঙ্গল! ভেবেছিলাম বিশাল ঈগলকে দেখব...

এই জায়গাটার কোথায় কি আছে আমি জানি না...

?
... আমাকে নিজে নিজেই খুঁজে বের করতে হবে...

?
শুঁক্ শুঁক্

!!

কোথায় লুকানো যায়?

এই গুঁড়ির পিছনে!

শুঁক্
শুঁক্
শুঁক্

কিন্তু... ওটা তো আমার দিকেই আসছে...

ও নির্ঘাৎ আমাকে খেয়ে ফেলবে...

?
মমম্
সুরুৎ
চকাস্
মমম্
সুরুৎ!

ও তোমাদের মধুর গন্ধ পেয়েছে!
চকাস্ সুরুৎ উলুস্ মমম!

ঘররর... ঘররর...
জজজ.. ঘোৎ...

মনে হচ্ছে এবার আমি পালাতে পারি!
জজজজজজ
ররররর

এই ভালো...দুজনের মাঝে নদীর ব্যবধান থাকুক...

এতো মাছে ভর্তি!

আমার খিদে পেয়েছে!

এটাকে ধরেছি!

পিচিক

!
ছপাস

আজ যদি খেতে চাই তো অন্য কোনো ফন্দি করতে হবে!

পরে...

এরপর যেটাই উঠে আসবে...

?

আরও একটা?

?!

এসব কিভাবে হচ্ছে?

আমার ওই ভাল্লুকটা!

তাহলে এইভাবে ও ওর বাচ্চাদের খাওয়ায়!
থপ্

এটা ওর ঋণ থাকল!

এখানে আরও অনেক ভাল্লুক আছে! আমি আরও দূরে গিয়ে খাব...

এখানে, এটা খাবার খাওয়ার জন্য আদর্শ জায়গা!

!?

ওউ ওউ ওউ
ওউ
ওউ !
নেকড়ের ডাক !

একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার!
ওউ-ওউ-উউ!

কোথায়... আমি কোথায়... ?

...একটা ভাল্লুকের ফাঁদ!

অউ - অউ - অউ - উউ !
নেকড়ে!

শুঁক
শুঁক
ওটা এখন কি করবে?
ও নিজেই চলে যাচ্ছে! গর্তটা ওর পক্ষে খুবই গভীর! কি ভাগ্য!
এই আমার নিরাপদ আশ্রয়! আজকের রাতটা এখানেই কাটাব!
সকালে...
এখান থেকে বেরোব কি করে?
এটা উপযুক্ত নয়!
হয়ত এটা দিয়ে...
এই তো, হয়ে গেছে!

এইবার আমি সত্যি সত্যিই হারিয়ে গেছি!
ওই উঁচুতে উঠলে আমি দেখতে পাবো...
এখান থেকে আমি চারিদিক দেখতে পাবো...
কিন্তু...! ওইদিকে মনে হচ্ছে ধুলো উড়ছে...
মনে হচ্ছে ওদিকে কিছু মানুষ আছে...

ওদের কেউ যদি আমার গোষ্ঠীর লোক হয়...

আমাকে দেখতেই হবে...

ওপারে যেতে গেলে আমি করব?

একটা গাছের গুঁড়ি!

ধুলোর মেঘটা নদীর দিকেই আসছে...
!

বুনো ঘোড়ার পাল?

ওহ! সেই ছোট্ট ঘোড়াটা
যাকে আমি বাঁচিয়েছিলাম!

যদি আমি ওটাকে
করায়ত্ত করতে পারি...

?

এদিকে এস!

এই নাও!

?

ওকে ধরবই, আগে
একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে...
...একটু চাতুরী
দিয়ে...
পরে...
আমি ভালো করেই জানি,
ও ছায়ার খোঁজে এদিকে
আসবেই!

ইইইই

তুমি সত্যিই আমার বন্ধু হতে চাও না?
?

তোমার বন্ধু? তুমি যদি আগেই বলে দিতে...
!

তুমি কি বলছো, তুমি বুঝেছ?

কিন্তু এ তো সত্যি! আমি এর আগে বিশাল ঈগলের সঙ্গে কথা বলেছি!

তাহলে তো, আমি সকল জন্তুদের সঙ্গে কথা বলতে পারি!
তাহলে, চল, তুমি আর আমি একসঙ্গে যাই!

আমি কি তোমার পিঠে চড়তে পারি?
পারো, কিন্তু, মুখে দড়ি বাঁধতে পারবে না! আমি স্বাধীন থাকতে চাই!

তোমাকে শুধু বলতে হবে, তুমি কোথায় যেতে চাও...

আমার নাম একড়ি! আর তোমার?

মানুষ আমাকে ছোট্টবাজ বলে ডাকে!
কেন?

শক্ত করে ধরো তাহলেই বুঝবে!

কেমন দিলাম?
তুমি সত্যিই তাজা আর টগবগে, একেবারে বাজের মত!

তুমি কিছু মনে করবে? এখানকার ঘাস গন্ধেই বলে দিচ্ছে খুব ভালো!

একড়ি, আমি জীবনেও ভুলবনা যে তুমি পাথরের মধ্যে আমাকে বাঁচিয়েছিলে!

ওটাই ছিল আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ, ছোট্টবাজ!

অন্য ঘোড়াদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই!

এই আমার বন্ধু! এর নাম একড়ি!
মনে হচ্ছে, ও দয়ালু!
ওরা দুজনে বেশ ভালো কাটাবে...

তোমার পিঠে কেউ বসে আছে, তোমার বিব্রত লাগছে না?

আমি স্বাধীন থাকতে ভালবাসি, তাই-ই থাকি!

ও এখনো বুঝেনি, বন্ধুত্ব কি জিনিস...

চিঁহিহিহি

ওদের কি হল?

কোনোও বিপদ নাকি?

ওইদিকে, ওই টিবির পিছনে, কিছু লোক আসছে...

কিছু লোক? চলো গিয়ে দেখি!

ওহ!

আমার গোষ্ঠী!

দেখো! একজন ঘোড়সওয়ার!
?

কিন্তু...
কিন্তু...

...এ তো
একড়ি!
ছোট্টবাজের
সঙ্গে?!
?!

পরে...

আমরা ভেবেছিলাম, তুমি হারিয়ে গেছ,আর তুমি ছোট্টবাজকে নিয়ে
গোষ্ঠীতে ফিরলে! একড়ি, তুমি দারুণ কৃতিত্বের কাজ করেছ!

তুমি তোমার
পালক অর্জন
করেছ!

ধন্যবাদ, বাবা!

বিশাল ঈগল ঠিকই বলেছিল,
শেষে ওরাই আমাকে পালক দিল!

DERIB
+ JOB
XI 1970
সমাপ্ত

একড়ি হল একজন ছোট্ট ইন্ডিয়ান, সাহসী আর দয়ালু যার কথা সব বাচ্চাই জানতে চাইবে! তার বিশ্বস্ত সঙ্গী ছোট্টবাজের পিঠে পা ঝুলিয়ে বসে একড়ি প্রেইরীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়।এখানে মানুষ আর পশু সম্প্রীতির সঙ্গে সহাবস্থান করে আর ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে। সমস্ত পশু-পাখিদের সঙ্গে কথা বলার আশ্চর্য জন্মগত ক্ষমতা নিয়ে একড়ি তাদের জীবনযাত্রা আর তাদের পরিবেশ সম্পর্কে নতুন নতুন বিষয় জানতে পারছে। তার মনোমুগ্ধকর অভিযান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার গল্পের তরুণ পাঠকদের মধ্যে একড়ি শ্রদ্ধা, সহ্যশক্তি, বিচারক্ষমতা ও দৃঢ়চেতা মনোভাবের সঞ্চার করছে। হাস্যরস ও দয়া মনোবৃত্তি দিয়ে সে দেখায় কিভাবে প্রকৃতি মায়ের দেওয়া জ্ঞানের সাহায্যে জীবনে উন্নতি করা যায়...
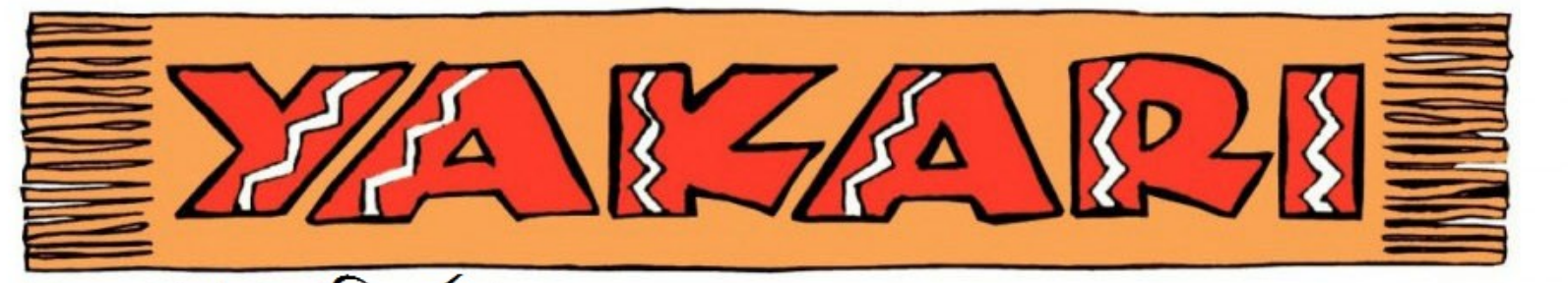
দেরিব ও জব

বাংলা ভাষান্তর

শরদিন্দু প্রামানিক